তারিখ ... 9 JAN 2017 ...
১৪ ... কলাম ২ ...

ভুল উত্তরেও পাস নম্বর

শিক্ষকের যোগ্যতা নিশ্চিত করুন

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জেএসসি নামের একটি পরীক্ষা দিতে হয়। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতির সঙ্গে একাধিক পরীক্ষাও যুক্ত হয়েছে। পরীক্ষায় জিপিএ ৫ এখন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের আরাধ্য শুধু নয়, অনেকটাই সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। জিপিএ ৫-এর ওপর শিক্ষার মান নির্ভর করে না। তবে শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে পাসের হার বা সংখ্যার ওপর নির্ভর করছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান। যদিও সৃজনশীল পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলে অনেকেই এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে বিশ্বস্বীকৃত একটি পদ্ধতির সঙ্গে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা পরিচিত ও অভ্যস্ত হবে। কিন্তু শুরু থেকেই এ পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো শিক্ষকের অভাব ছিল। সে অভাব পুরোপুরি কেটেছে এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। সর্বশেষ গত বছর যে জেএসসি পরীক্ষা হয়েছে, তাতেও দেখা গেছে গাইড বই থেকে হুবহু প্রশ্ন তুলে দেওয়া হয়েছে। যা থেকে দেশের শিক্ষকদের দৈন্য নতুন করে সবার সামনে উঠে আসে। অথচ এ পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের নোট ও গাইড বইয়ের নির্ভরতা কমাতে। নজরদারির অভাবে কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগ কাজে আসেনি।

সৃজনশীল পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা খুব একটা কাজে আসেনি। কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে সম্প্রতি যে চিত্র উঠে এসেছে, তা ভয়াবহ। দেখা যাচ্ছে, প্রশ্নের ভুল উত্তর লেখার পরও নম্বর পেয়েছে পরীক্ষার্থীরা। অনুসন্ধানে পাওয়া বিপজ্জনক তথ্য হচ্ছে, প্রশ্নের ভুল উত্তর লেখার পরও নম্বর দেওয়ার জন্য পরীক্ষকদের চাপ দেওয়া হয়েছে। 'কাউকে ফেল করানো যাবে না'—এ যুক্তিতে পরীক্ষার্থীদের নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিলেও তাতে শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানের যেসব প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থীরা ভুল লিখেছে, তাতে এটা অনেকটাই প্রমাণ হয়ে যায় যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে একেবারেই যত্নবান ছিলেন না। ক্লাসে মনোযোগী হননি তাঁরা। সে কারণেই শিক্ষার্থীরা আমিষকে শর্করা লিখেছে।

পরীক্ষকরা খাতা দেখার ব্যাপারে উদার হবেন, কিন্তু তারও একটা মাত্রা আছে। ফেল করিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ভুল লিখে নম্বর পেয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের সংশোধনের সুযোগ থাকে না। এতে শিক্ষার্থীদের আরো বড় করে দেখলে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খাতায় ভুল লেখার পর নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হলে, এ প্রক্রিয়াটিকে অবশ্যই আত্মবিধ্বংসী বলতে হবে। এ সর্বনাশা পথ থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, বেশি পাস করা মানেই মান বৃদ্ধি নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একধরনের নৈরাজ্য চলছে। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।